বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার উপায়

27-Apr-2017

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা মাওলা আলী, শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা, তোমাদের দোয়ার জন্য নিরাপত্তা, **রব তাআলার** সন্তুষ্টির মাধ্যম এবং তোমাদের আমলের পবিত্রতার মাধ্যম।

(আল কওলুল বদী, আল বাবুস সানি ফি সাওয়াবুস সালাত..., ২৭০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আগর ছে হে বে খদ কুচুর তুম হো আফুও ও গাফুর
বখশ দো জুরম ও খতা তুম পে করোড়ো দুরূদ। (হাদায়িকে বখশীশ, ২৬৬ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: আমাদের গুনাহ অনেক বেশী, কিন্তু হে **আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনি তো অনেক বেশি ক্ষমা প্রদর্শনকারী। আমরা যে গুনাহ জেনে শুনে বা অনিচ্ছায় করেছি, আপনি তা ক্ষমা করে দিন, আপনার প্রতি কোটি কোটিবার দরূদ ও সালাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: “نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ” মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনে**র সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُوا الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পরহেযগার মহিলা ডুবন্ত শিশু কীভাবে ফিরে পেলেন?

হযরত সায়্যিদুনা ইকরামা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: একটি দেশে বড়ই অত্যাচারী ও কৃপণ এক রাজা ছিল। রাজ্যে সে ঘোষণা করে দিলো যে, কোন অভাবী বা ভিক্ষুককে কেউ কিছু দান করতে পারবে না। কোন অভাবীকে কেউ কোনরূপ সাহায্য করতে পারবে না। কেউ যদি এ রকম করে (কিছু দান করে), তবে তার হাত কেটে দেওয়া হবে। রাজার এই নির্দেশ শুনে জনগণের মধ্যে ভয় সৃষ্টি হলো। সেই থেকে সবাই দান-খয়রাত করতে ভয় করতে লাগল। একদিন এক অভাবী লোক বাধ্য হয়ে

www.dawateislami.net

কোন এক মহিলার কাছে এসে বললো: **আল্লাহ্ তাআলা**র ওয়াস্তে আমাকে কিছু খেতে দিন। মহিলাটি বললেন: আমাদের দেশের রাজা নির্দেশ জারি করেছে যে, কেউ কাউকে কিছু দিলে তার হাত কেটে নেওয়া হবে। এখন আমি আপনাকে কিছু দিই কীভাবে? ভিক্ষুক বললো: আপনি আমাকে **আল্লাহ্ তাআলা**র ওয়াস্তে কিছু খাবার দিন। ভিক্ষুকটির প্রতি মহিলাটির করুণা হলো। তিনি রাজার অসন্তুষ্টি ও শাস্তির তোয়াক্কা না করেই **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভিক্ষুকটিকে দুইটি রুটি দিলেন। ভিক্ষুক রুটি পেয়ে দোয়া করতে করতে সেখান থেকে চলে গেল। রাজা যখন জানতে পারল যে, এক মহিলা তার নির্দেশ অমান্য করেছে। তৎক্ষণাৎ সিপাহী পাঠিয়ে মহিলাটির উভয় হাত কেটে নিলো। কিছুদিন পর রাজা নিজের মাকে বললো: আমাকে এমন কোন মেয়ে সম্পর্কে বলুন, যে সবচেয়ে বেশি সুন্দরী, আমি তাকে বিয়ে করব। তার মা তাকে বললো: আমাদের রাজ্যে এমন এক অপূর্ব সুন্দরী মহিলা আছে, যার মত সুন্দরী মহিলা আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি। তবে তার বড় এক ত্রুটি আছে। রাজা জিজ্ঞাসা করল: কী ত্রুটি? মা বললো: তার দু'হাত কাটা।

রাজা সিপাহীকে হুকুম দিলো, রমনীটিকে আমার নিকট নিয়ে আসা হোক। কয়েকজন সিপাহী গিয়ে সেই মহিলাকে নিয়ে এলো, কিছুদিন আগে ভিক্ষুককে রুটি দান করার কারণে যার হাত কেটে দেওয়া হয়েছিল। রমনীটির দেহ-সৌষ্ঠব ও অপরূপ রূপ-লাবণ্য দেখে রাজা অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে গেল। রাজা প্রস্তাব দিলো, তুমি কি আমাকে বিয়ে করতে রাজি আছ? রমীনটি বললো: আপনি যদি আমাকে বিয়ে করতে চান, তবে আমার কোন আপত্তি নাই। অতএব, বড়ই ধুম-ধামের সাথে উভয়ের বিয়ে হলো। রাজকীয় জাঁকজমক হলো। এভাবে তারা সুখের দাম্পত্য জীবন কাটাতে লাগল। রাজার অন্যান্য স্ত্রীদের মনে তার প্রতি হিংসা হলো। দিন-রাত তারা হিংসার আগুনে জ্বলতে লাগল। তাদের মনোভাব সৃষ্টি হলো, রাজা এখন আগের মত তাদের কাউকে গুরুত্ব দেয় না, যা বর্তমান এই অভাবী ও দরিদ্র রাণীকে দিয়ে থাকে।

তাই তারা সদা-সর্বদা এই কু-মতলবেই রয়েছে যে, কীভাবে এই নতুন রাণীকে রাজার মন থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু তারা সেই ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে সফল হতে পারেনি। পরে রাজা হঠাৎ কোন কারণে সফরে যাত্রা করল। সেখানে অনেকদিন যাবৎ তাকে শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে হয়। রাজার পূর্বের রাণীদের জন্য

www.dawateislami.net

এটি ছিল সুবর্ণ সুযোগ। তারা রাজার কাছে চিঠি লিখল, আপনার অবর্তমানে আপনার নতুন রাণী আপনার মান-সম্মানে বিরাট আঘাত এনেছে, সে অপকর্ম করেছে। সেই অপকর্মের ফসল স্বরূপ সে একটি সন্তানও প্রসব করেছে। চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে রাজা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। সাথে সাথে সে তার মায়ের নিকট দূত মারফৎ নির্দেশ দিলো, সেই অপকর্মকারিনী মহিলাটিকে তার বাচ্চা সহ আমার রাজ্য থেকে বের করে দেওয়া হোক। তার গলায় কাপড় বেঁধে বাচ্চাটিকে সেই কাপড়ে ঝুলিয়ে দিয়ে কোন বনে ফেলে আসা হোক।

রাজার নির্দেশ পেয়ে মা তা-ই করল। গলায় কাপড় বেঁধে বাচ্চাটিকে সেখানে রেখে দূরের এক বনে তাকে ফেলে আসা হলো। বেচারী এখন একা একা বনে। কিন্তু **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট তাঁর কোন অভিযোগ নাই। তিনি তো **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট। তিনি অবোধ শিশুটিকে বুকে নিয়ে বনে বনে ঘুরছিলেন। প্রচণ্ড পিপাসা তাঁকে একেবারে কাতর করে ফেলেছিল। এক পর্যায়ে কিছু দূরে তিনি একটি নদী দেখতে পেলেন। নদীতে গিয়ে যেই তিনি ঝুঁকে পানি পান করতে লাগলেন, হঠাৎ তার শিশু সন্তানটি গভীর পানিতে পড়ে ডুবতে লাগলো।

মহিলা তাঁর অবোধ বাচ্চাটিকে পানিতে ডুবতে দেখে কান্না করতে লাগলে। এমন সময় তাঁর নিকট দুইজন সুদর্শন পুরুষ এলো। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলো: আপনি কান্না করছেন কেন? তিনি বললেন: আমি পানি পান করতে গিয়ে আমার সন্তানটি পানিতে পড়ে ডুবে গেছে। সন্তান হারিয়ে আমি কান্না করছি। সুদর্শন যুবক দুইটি জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কি চান, আমরা কি আপনার সন্তানটিকে বের করে এনে দেব? মহিলাটি অধৈর্য্য হয়ে বললেন: হ্যাঁ, আমি চাই যে, **আল্লাহ্ তাআলা** যেন আমার সন্তানটি ফিরিয়ে দেন।

দু'যুবক দোয়া করলেন। তারপর বাচ্চাটিকে বের করে এনে তাঁর হাতে তুলে দিলেন। এরপর তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন: হে দয়াময়ী নারী! আপনি কি চান, আমরা আপনার দুইখানি হাতও ফিরিয়ে দিই? তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ, আমি আমার দুইখানি হাতও ফিরে পেতে চাই। অতএব, দু'যুবক দোয়া করলেন। সাথে সাথে তাঁর হাত দুইটি একেবারে আগের মত হয়ে গেল। মহিলাটি **আল্লাহ্ তাআলা**র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। তারপর বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দুইজন যুবকের দিকে তাকিয়ে রইলেন, যাঁদের

www.dawateislami.net

বদৌলতে তিনি তাঁর ডুবন্ত শিশু সন্তান ফিরিয়ে পেয়েছেন, কাটা হাত দুইখানিও ফিরে পেয়েছেন। তারপর যুবকদ্বয় জিজ্ঞাসা করলেন: হে নেককার নারী! আপনি কি আমাদেরকে চিনেন? তিনি বললেন: আমি তো আপনাদের চিনতে পারছি না। তাঁরা বললেন: আমরা হলাম আপনার সেই দুইটি রুটি, যা আপনি এক অভাবী ভিক্ষুককে দান করেছিলেন। **(উয়ুনুল হিকায়াত, ১/২২৬)**

আ'লা হযরতের ভাইজান, ওস্তাদে যমন, হযরত মাওলানা হাসান রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতই না সুন্দর লিখেছেন:

কিউঁ কর না মেরে কাম বনে গাইব সে হাসান,
বান্দা ভি হোঁ তো কেয়সে বড়ে কার সাজ কা। (যওকে নাত, ৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! দয়াময় **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁর পথে প্রদত্ত সদকা কখনো নষ্ট হয় না, আখিরাতে তো এর সাওয়াব পাওয়া যায়ই কিন্তু দুনিয়া মাঝেও এর অসংখ্য বরকত নসীব হয়ে থাকে এবং অনেক বালা মুসিবত থেকে নিরাপত্তা অর্জিত হয়, যেমনটি এই মহিলাটির সাথে সংগঠিত হলো যে, যখন সে **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তির প্রতি দয়াদ্র হয়ে দু'টি রুটি সদকা করেছিলো, তবে তাতে যদিও সাময়িকভাবে তার উপর পরীক্ষা এসেছিলো, এর বিরুদ্ধে চক্রান্তের জাল বিছানো হলো, হাত কেঁটে দেয়া হলো, দেশ থেকে বের করে দেয়া হলো, সন্তান নদীতে ডুবে গেলো, কিন্তু সেই নেককার মহিলাটিকে দেখুন যে, এরূপ বিপদে লিপ্ত হয়েও ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার সহিত অবস্থার মোকাবেলা করতে থাকে, তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে গায়েবী সাহায্য করলেন। এই ঈমান তাজাকারী ঘটনা থেকে আমরাও মাদানী ফুল খুঁজে নিয়ে নিজের মাদানী মানসিকতা তৈরী করি যে, যখন কোন বিপদ, কষ্ট, রোগ বালাই বা পেরেশানি ইত্যাদি ঘিরে নেয়, তবে আমারাও যেন অধৈর্য্য না হয়ে অভিযোগ করা পরিবর্তে **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকি। সমস্যার সমাধান এবং বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তার জন্য **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বেশি বেশি দান সদকা করা অভ্যাস গড়া উচিৎ, কিন্তু এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন যে, আমাদের সদকা যেন অযোগ্য কারো হাতে চলে না যায়। কেননা, আজকাল চারিদিকে পেশাগত ভিক্ষুক

www.dawateislami.net

এবং তথাকথিত ফকিরে ভরে গেছে আর মেহনত ও শ্রমের পরিবর্তে সুস্থ সবল লোকেরাও ভিক্ষাবৃত্তিকে একেবারে পেশা বানিয়ে নিয়েছে।

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আজকাল একটি সাধারণ বিপদ প্রসারিত হয়েছে যে, সুস্থ সবল লোকেরা চাইলে উপার্জন করে অপরকে খাওয়াতে পারে, কিন্তু তারা তার অস্থিত্বকে ভিখারী বানিয়ে রেখেছে, কে পরিশ্রম করবে, কষ্ট সহ্য করবে, বিনা কষ্টে অর্জিত হয়ে গেলে, তবে কষ্ট কে করবে। নাজায়িয পদ্ধতিতে চেয়ে নিয়ে এবং ভিক্ষা করে পেট ভরে থাকে, অনেকে এমন যে, পরিশ্রম তো পরিশ্রমই, ছোটখাট ব্যবসাকে লজ্জা ও অপমানজনক মনে করে থাকে এবং ভিক্ষা করাই যে, এরূপ লোকদের জন্য আসলে এটি অসম্মান ও বেহায়াপনাই, তারা তা সম্মানের কারণ মনে করে এবং অনেক লোক ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে বানিয়ে নিয়েছে, ঘরে হাজারো টাকা রয়েছে, সূদের লেনদেন করে, ক্ষেতখামার ইত্যাদি করে কিন্তু ভিক্ষা করা ছাড়ে না, তাদেরকে বলা হলে উত্তর দেয় যে, এটি আমাদের পেশা, বাহ জনাব বাহ! আমি কি পেশা ছেড়ে দেবো! অথচ এমন লোকদের ভিক্ষা করা হারাম এবং যদি তাদের অবস্থা সম্পর্কে জানা হয় (যে, ভিক্ষা করা তাদের পেশা তবে) তাকে (টাকা) দেয়া জায়িয নয়। **(বাহারে শরীয়াত, ১/৯৪০)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি কারো উপার্জনের মাধ্যম একটি মেশিন হয়, যা দিয়ে সে টাকা উপার্জনের জন্য ভালভাবে এর প্রতি লক্ষ্য রাখে। যদি সে এর সঠিকভাবে দেখাশুনা করাতে অলসতা করে এবং এর পরিস্কার পরিছন্নতার দিকে লক্ষ্য না রাখে, তবে মেশিন খারাপ হতে পারে এবং মেশিনের মালিক বিপদের সম্মূখীন হয়ে আর্থিক উপকারীতা থেকে বঞ্চিত হতে পারে। এভাবে সম্পদও একটি নেয়ামত, যা দ্বারা আমাদের অনেক উপকারীতা অর্জিত হয়, যদি আমরা এরূপ করি, এর হকের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় অর্থাৎ যাকাত ইত্যাদি আদায় করে এর পরিস্কার পরিছন্নতার প্রতি লক্ষ্য রাখে, তবে এই সম্পদই আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তির উপায় হয়ে যাবে, **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টি অর্জিত হবে এবং বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা নসীব হবে। সুতরাং দান সদকা শুধুমাত্র রমযানুল মোবারক মাসেই

www.dawateislami.net

সীমাবদ্ধ না রেখে বরং পুরো বছর দান সদকার অভ্যাস গড়ুন এবং অন্যান্য ইসলামী ভাইদেরও এর ভরপুর উৎসাহ দিতে থাকুন। কেননা, এটি সেই মহান কাজ, যা কোরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে দান ও সদকা প্রদানকারীর প্রশংসা এবং সদকা করার উৎসাহ ইরশাদ করা হয়েছে, যেমনটি পারা ২৭, সূরা হাদীদ এর ১৮ নং আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَ الْمُصَّدِّقٰتِ وَ اَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ وَ لَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ﴿۱۸﴾

(পারা ২৭, সূরা হাদীদ, আয়াত ১৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় সদকা প্রদানকারী ও সদকা প্রদানকারীনীগণ এবং তারাই, যারা **আল্লাহ্**কে উত্তম ঋণ দিয়েছে, তাদের জন্য দ্বিগুণ রয়েছে এবং তাদের জন্য সম্মানজনক প্রতিদান রয়েছে।

এমনিভাবে হাদীসের মোবারাকাও দান ও সদকা করার ফযীলত ও বরকত দ্বারা পরিপূর্ন। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পাঁচটি বাণী শ্রবণ করি এবং দান ও সদকা করার নিয়ত করে নিই:

❖ ইরশাদ হচ্ছে: সদকা অমঙ্গলের ৭০টি দরজা বন্ধ করে দেয়।

(মু'জামু কবীর, ৪/২৭৪, হাদীস নং-৪৪০২)

❖ ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সদকা করে, তবে (সদকা) তার এবং আগুনের মাঝখানে আড়াল হয়ে দাড়ায়।

(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুয যাকাত, বাবু ফদলুস সদকা, ৩/২৮৬, হাদীস নং-৪৬১৭)

❖ ইরশাদ হচ্ছে: সদকা দাও এবং সদকার মাধ্যমে নিজের রোগীদের সাহায্য করো নাও, নিশ্চয় সদকা দূর্ঘটনা এবং রোগ-ব্যাধিকে প্রতিরোধ করে এবং এটা (সদকা) তোমাদের আমল এবং নেকীতে বৃদ্ধির মাধ্যম।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিয যাকাত, ৩/২৮২, হাদীস নং-৩৫৫৬)

❖ ইরশাদ হচ্ছে: সকাল সকাল সদকা দাও। কেননা, বিপদাপদ সদকার আগে কদম বাড়ায় না। **(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিয যাকাত, আত তাহরীজ আলা সদকাতুল তাতউ, ৩/২১৪, হাদীস নং-৩৩৫৩)**

❖ ইরশাদ হচ্ছে: নিশ্চয় সদকা **রব তাআলা**র গযবকে নিবৃত করে এবং মন্দ মৃত্যুকে দূরীভূত করে। **(তিরমীযি, কিতাবুয যাকাত, বাবু মা'জা ফি ফদলিস সদকা, ২/১৪৬, হাদীস নং-৬৬৪)**

www.dawateislami.net

প্রসিদ্ধ মুফাসসীরে কোরআন, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: সদকা প্রদানকারী দানশীলের জীবন উত্তম হয়ে থাকে। কেননা, প্রথমতঃ তার উপর দুনিয়াবী বিপদাপদ আসে না এবং যদি পরীক্ষামূলক এসেও যায় তবে **রব তাআলার** পক্ষ থেকে তার প্রশান্ত হৃদয় নসীব হয়, যা দ্বারা সে ধৈর্য্যের সাওয়াব অর্জন করে নেয়, মোটকথা হলো, তার জন্য বিপদ গুনাহের বোঝা নিয়ে আসে না, ক্ষমা নিয়ে আসে, মন্দ মৃত্যু হলো খারাপ পরিনতি, বা উদাসীনতার হঠাৎ মৃত্যু বা মৃত্যুর সময় এমন নিদর্শন প্রকাশ পাওয়া, যা মৃত্যুর পর দূর্নামের কারণ হয় এবং এমন কঠিন রোগ যা মৃতের অন্তরে অস্থিরতা সৃষ্টি করে **আল্লাহ্ তাআলার** যিকির থেকে উদাসীন করে দেয়, মোটকথা হলো, দানশীল ব্যক্তি এই সকল মন্দ কাজ থেকে নিরাপদ থাকে। **(মীরাতুল মানাজিহ, ৩/১০৩)**

মে সব দৌলত রাহে হক মে লুঠা দোঁ
শাহা এ্যয়সা মুঝে জযবা আতা হো। **(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩১৬ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! সদকা অমঙ্গলের দরজা বন্ধ করে দেয়, সদকা **রব তাআলার** গযব থেকে রক্ষা করে, সদকায় রোগ-ব্যাধি থেকে আরোগ্য রয়েছে, সদকা দূর্ঘটনা থেকে নিরাপত্তার মাধ্যম, সদকা নেকী বৃদ্ধি করার ওসীলা স্বরূপ এবং সদকা মন্দ মৃত্যু থেকে বাঁচার উপায়। কিন্তু আফসোস! সদকার এরূপ ফযীলত থাকা সত্ত্বেও আমরা নেক কাজে ব্যয় করা থেকে পিছু হাটঁতে থাকি, সম্ভবত এই কারণেই আমাদের মধ্যে প্রত্যেকে কোন না কোন বিপদের সম্মূখীন হয়ে আছি, কেউ ঘরোয়া বা বংশীয় সমস্যার সম্মূখীন, কেউ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত, মোটকথা বিভিন্ন রোগ ও বিপদে সমাজকে চারিদিক থেকে আবদ্ধ করে নিয়েছে, নিত্য নতুন রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি হচ্ছে, অভিজ্ঞ ডাক্তার এবং হাকীম দ্বারা চিকিৎসা করানোর পরও রোগ বালাই পিছু ছাড়ে না, ঘরোয়া ঝগড়া ঝাটি প্রতিদিনকার অভ্যাসে পরিনত হয়ে গেছে, বেকার ব্যক্তি উপযুক্ত হওয়ার পরও চাকরীর জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরে ফিরছে, দারিদ্রতা বেড়েই চলছে, ঋণদাতা ঋণ আদায়ের উদ্দেশ্যে ধাক্কা খাচ্ছে, ঋণগ্রহীতা ঋণের বোঝার নিচে পতিত হচ্ছে, মন্দ

www.dawateislami.net

কাজ এবং নিত্য নতুন অপরাধ বেড়েই চলছে, নিশ্চয় এসব আমাদের আমলেরই দূর্ভোগ। মনে রাখবেন! কষ্ট এবং অসুস্থতা তো জীবনেরই একটি অংশ কিন্তু এর কারণে কান্নাকাটি এবং হতাশার বশবর্তী হওয়ার পরিবর্তে একনিষ্টতার সহিত নেক কাজ করে যান, গুনাহ থেকে দূরে থাকুন এবং বিপদ থেকে মুক্তি প্রদানকারী আমল অর্থাৎ সদকা দেয়ার অভ্যাস গড়ুন। কেননা, সদকা দেয়াতে যেমন বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা রয়েছে, তেমনি এর বরকতে **আল্লাহ্ তাআলা** উত্তম প্রতিদানও দান করেন।

সদকার প্রতিদান

হযরত সায়্যিদুনা আতা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার যুগ শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা মুসলিম খাওলানী رَحْمَةُاللهِتَعَالٰىعَلَيْهِ এর সম্মানিতা স্ত্রী তাঁকে বললেন: "আমাদের নিকট আটা একেবারে শেষ হয়ে গেছে এবং ঘরে খাবার মত কিছুই নাই।" হযরত সায়্যিদুনা আবু মুসলিম খাওলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: "তোমার নিকট টাকা-পয়সা কিছু হবে, যা দিয়ে আটা কিনতে পারি?" তিনি উত্তর দিলেন: "আমার নিকট এক দিরহাম আছে, যা উল বিক্রি করে পেয়েছি।" তিনি বললেন: "ঐ দিরহাম আমাকে দিন, আমি আটা নিয়ে আসি।" অতএব তিনি দিরহাম আর থলে নিয়ে বাজারে গেলেন। যখন দোকান থেকে আটা কিনতে যাচ্ছেন এমন সময় এক অভাবী এসে হাজির এবং সে বললো: "হে আবু মুসলিম খাওলানী! এই দিরহামটি আমাকে সদকা করে দিন।" তিনি সেখান থেকে অন্য দোকানে চলে গেলেন। যখনি তিনি আটা কিনতে চাইলেন আবারও সেই অভাবী লোকটি এসে উপস্থিত এবং বললো: হে আবু মুসলিম খাওলানী! আমি বড়ই অভাবে আছি, দিরহামটি আমাকে দান করে দিন।" এভাবে অভাবী লোকটি তাঁর পেছনে লেগেই ছিলেন, অবশেষে দিরহামটি তিনি অভাবী লোকটিকে দিয়েই দিলেন। এবার তিনি ভাবতে লাগলেন, পরিবারের (স্ত্রীর) নিকট কী উত্তর দিবো? তিনি তো শূণ্য থলে দেখে দুঃখ পাবেন! অতএব তিনি এক কাঠ-মিস্ত্রীর দোকানে গেলেন। সেখান থেকে তিনি থলের মধ্যে গাছের ভূষি আর মাটি ভরে নিলেন। তারপর ঘরের দিকে যাত্রা করলেন। ঘরে পৌঁছে দরজায় করাঘাত করলেন, দরজা খুলতেই থলেটি তিনি পরিবারকে (স্ত্রীকে) দিলেন এবং ঘরে না ঢুকেই তিনি কোথাও চলে গেলেন। তিনি

www.dawateislami.net

মনে মনে ভাবছিলেন, থলেটি খোলামাত্রই তো সেখানে ভূষি আর মাটি ছাড়া আর কি পাবেন আর আটা না পাওয়ার কারণে তো তিনি অত্যন্ত মনক্ষুন্ন হবেন। এই ভয়ে ও ভাবনায় তিনি সারা দিন ঘরেই ফিরলেন না। যখন তাঁর সম্মানীতা বিবি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا থলেটি খুললেন তখন তা উন্নত মানের আটায় পূর্ণ দেখলেন। সুতরাং তিনি বিলম্ব না করে রুটি তৈরি করলেন এবং স্বামীর জন্য অপেক্ষা করতে রইলেন। গভীর রাতে তিনি যখন চুপি চুপি ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর বিবি (স্ত্রী) তাঁর জন্য উন্নত মানের রুটি নিয়ে এলেন। রুটি দেখে তিনি অবাক হলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন: "এই রুটি কোথেকে আসলো?" তখন তাঁর স্ত্রী বললেন: "এগুলো সেই আটার রুটি, যা আপনি এনেছিলেন।" এই কথা শুনে তিনি কান্না করতে লাগলেন। **আল্লাহ্ তাআলা**র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। কারণ, **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর মান রক্ষা করেছেন; মাটিকে উন্নত আটায় পরিবর্তন করে দিয়েছেন। **(উয়ুনুল হিকায়াত, ১/১৭০)**

কিউঁ কর না মেরে কাম বনেঁ গায়ব সে হাসান,
বান্দা ভি হোঁ তো কেয়সে বড়ে কার সায কা। (যওকে নাত, ৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! সদকা দেয়া এবং অভাবীদের সাহায্য করা **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট কিরূপ পছন্দনীয় আমল যে, যেই মুসলমান একনিষ্ঠতার সহিত দান ও সদকা করে অভাবীদের মন খুশি করে, তবে সম্মান প্রদানকারী পরওয়ারদিগার **আল্লাহ্ তাআলা** এমন বান্দাকে অভাবের পরও কারো নিকট লজ্জিত হতে দেন না, বরং তার চিন্তা থেকে বেশি প্রদান করা হয়, যেমনটি বর্ণনাকৃত ঘটনাতেই প্রকাশিত হলো যে, যখন হযরত সায়্যিদুনা আবু মুসলিম খাওলানি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ স্বয়ং অভাবী হয়েও আটা কেনার টাকা **আল্লাহ্ তাআলা**র পথে সদকা করে দিলেন, আর তার প্রদত্ত সদকা **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে এমনভাবে গ্রহণযোগ্য হলো যে, **আল্লাহ্ তাআলা** কাঠের ভুষি আর মাটিকে উন্নত মানের আটায় পরিবর্তন করে দিলেন, শুধু তাই নয়, পরিবারেরও উন্নত রুটি নসীব হলো, আমাদেরও উচিৎ যে, আমরাও দান ও সদকা করার সময় এই বিষয়টি মনে একেবারে না রাখি যে, সম্পদ কমে যাবে বা আমরা কোথেকে খাবো? বা অমুক

www.dawateislami.net

অমুক কাজের জন্যও তো আবশ্যক ইত্যাদি। মনে রাখবেন! প্রকাশ্যভাবে আমাদের মনে হয় যে, সম্পদ কমে যাবে, কিন্তু আসলে এর দ্বারা সম্পদ বৃদ্ধি পায়, বরং দুনিয়া ও আখিরাতে অনেক উপকারীতাও অর্জিত হয়। তবে হ্যাঁ, যদি সম্পদ কমে যাওয়ার ভয়ে সদকা না দেয় তবে হতে পারে রিযিকে বরকত শূন্যতা এবং অভাব সৃষ্টি হয়ে যাবে, যেমনিভাবে হযরত সায়্যিদাতুনা আসমা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا বলেন: **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করেন: দান ও সদকা আটকে রেখো না, যেন তোমাদের রিযিক আটকে দেয়া না হয়।

(বুখারী, কিতাবুয যাকাত, বাবুত তাহরিজি আলাস সাদকাতি..., ১/৪৮৩, হাদীস নং-১৪৩৩)

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বদরুদ্দীন আইনী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: এই ভয়ে নিজের সম্পদ থেকে সদকা করাকে আটকিয়ো না যে, তা শেষ হয়ে যাবে। কেননা, (হতে পারে) **আল্লাহ্ তাআলা** তোমার উপর সম্পদকে কমিয়ে দিবেন বা তোমার থেকে সম্পদকে আটকে দিবেন এবং রিযিকের মাধ্যম শেষ করে দিবেন। এই হাদীসে পাকটি এই বিষয়ের প্রতি প্রকাশ ইঙ্গিত বহন করছে যে, সদকা সম্পদকে বৃদ্ধি করে এবং এতে বরকত ও উন্নতির কারণ হয় আর যে কৃপনতা করে এবং সদকা দেয় না তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তার সম্পদ কমিয়ে দেন এবং সম্পদে বরকত ও বৃদ্ধি হওয়া থেকেও আটকে দেন।

(ওমদাতুল কারী, কিতাবুয যাকাত, বাবুত তাহরিজ..., ৬/৪১০, ১৪৩৩ নং হাদীসের পাদটিকা)

আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আমাদের যতটুকু সম্ভব দান সদকা করা অভ্যাস গড়া উচিৎ এবং তাঁর পবিত্র সত্তার উপর পরিপূর্ণ ভরসা রাখা উচিৎ। কেননা, তিনিই আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে এর উত্তম প্রতিদান দান করবেন। আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনেরা **আল্লাহ্ তাআলার** পবিত্র সত্তার প্রতি কিরূপ পরিপূর্ণ ভরসা রাখতেন, আসুন! এসম্পর্কে একটি ঘটনা শ্রবণ করি:

রাবেয়া বসরীর পূর্ণ ভরসা

দু'জন বুযুর্গ হযরত রাবেয়া বসরী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہَا এর নিকট সাক্ষাৎ করার জন্য উপস্থিত হলো এবং পরস্পর কথোপকথন করতে লাগলো যে, যদি রাবেয়া এখন খাবার পেশ করে তবে খুবই ভাল হয়। কেননা, তার এখানে হালাল রিযিক পাওয়া যাবে। তখন তার ঘরে শুধুমাত্র দু'টি রুটিই ছিলো, তিনি সেই দু'টি রুটিই ঐ

www.dawateislami.net

দু'জনের সামনে এনে রাখলো, এমনি সময় কোন ভিক্ষুক দরজায় এসে আওয়াজ দিলে তিনি সেই রুটি দু'টি উঠিয়ে তাকে দিয়ে দিলেন, তা দেখে সেই দুজন আশ্চার্য হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর এক বাঁদী অনেকগুলো গরম রুটি নিয়ে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলো এবং আরয করলো যে, এসব আমার মালিক পাঠিয়েছেন।

হযরত সায়্যিদাতুনা রাবেয়া বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا যখন তা গনণা করলেন, তখন সেখানে ১৮টি রুটি ছিলো, তা দেখে তিনি বাঁদীকে বললেন: সম্ভবত তোমার ভূল হচ্ছে, এই রুটি আমার এখানে নয় বরং অন্য কারো নিকট পাঠিয়েছেন। বাঁদী দৃঢ়তার সহিত আরয করলেন যে, এগুলো আপনার জন্যই পাঠানো হয়েছে, কিন্তু তিনি বাঁদীর বারবার বলার পরও রুটিগুলো ফিরিয়ে দিলেন। বাঁদী যখন ফিরে গিয়ে নিজের মালিককে এই ঘটনা বললো তখন সে আদেশ দিলো যে, এতে আরো দু'টি রুটি বাড়িয়ে দিয়ে নিয়ে যাও, বাঁদী যখন ২০টি রুটি নিয়ে উপস্থিত হলো এবং হযরত সায়্যিদাতুনা রাবেয়া বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا গণণা করে নিলেন তখন তার মাধ্যমে মেহমানদেরকে মেহমানদারী করলেন। খাবার খাওয়ার পর যখন ঐ দু'জন এই ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন তখন হযরত সায়্যিদাতুনা রাবেয়া বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا বললেন: আপনারা যখন তাশরীফ নিয়ে এসেছিলেন, তখন আমি অনুভব করলাম যে, আপনারা ক্ষুধার্ত, সুতরাং যা কিছু ঘরে ছিলো, তা আমি আপনাদের সামনে পেশ করে দিলাম, এমনি সময় ভিক্ষুক আওয়াজ দিলো আমি সেই রুটি দু'টি তাকে দিয়ে **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে আরয করলাম: হে **আল্লাহ্**! তোমার ওয়াদা হলো একের বদলায় ১০ দেয়ার এবং তোমার ওয়াদার উপর আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। যখন সেই বাঁদী ১৮টি রুটি নিয়ে উপস্থিত হলো, তখন আমি বুঝে গেলাম যে, এই বিষয়ে নিশ্চয় কোন ভূল হয়েছে, তাই আমি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি, অতঃপর যখন ২০টি রুটি নিয়ে আসলো তখন আমি ওয়াদার পূর্ণতা মনে করে তা গ্রহণ করে নিলাম।

(তাযকিরাতুল আউলিয়া, যিকিরে রাবেয়া, ১/৬৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলা নিজের যেই বান্দাদের ধন-সম্পদ দান করেছেন, তাদের মধ্যে অনেকে দান সদকার মাধ্যমে মুসলমান ভাইদের আর্থিক সাহায্য করে থাকেন, মসজিদ, মাদরাসা এবং দ্বীনি কাজে মন খুলে খরচ করে,

www.dawateislami.net

অনেক সৌভাগ্যবান গরীব দ্বীনি ছাত্রকে এমনভাবে আর্থিক সাহায্য করেন যে, কাউকে কোরআনে করীম কিনে দিলো, কাউকে কিতাব কিনে দিলো, অনেক আশিকানে রাসূল নিজের সম্পদ **আল্লাহ্ তাআলা**র রাস্তায় এমনভাবে ব্যয় করে, যেমন জামেয়া, মাদরাসার ওস্তাদ ও মাদানী কর্মচারীদের মাসিক বেতন নিজের দায়িত্বে নিয়ে নেয়, অনেক সৌভাগ্যবান জামেয়া ও মাদরাসার রান্নাঘরের ব্যয়ভার নিজের দায়িত্বে নেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে। অনেকে মসজিদ নির্মাণে অংশ নেয় এবং অনেকে ইমাম ও মুয়াজ্জিনের বেতনের ব্যবস্থা করে থাকে। কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে অনেকে ধনী হওয়ার পরও কৃপণতা অবলম্বন করে মুসলমানদের কল্যাণ কামনা এবং নেক কাজে খরচ করা তো দূরের বিষয় নিজের পরিবার পরিজনের জন্যও ব্যয় করার মানসিকতা রাখেনা, এমন লোকদের লাখো ফযীলত বর্ণনা করা হলেও, **আল্লাহ্**র পথে সম্পদ সদকার করার বরকত সম্পর্কে বলা হলো কিন্তু তাদের কারো অভাবের অনুভূতি হয় না, যদি তাদেরকে মসজিদ ও মাদরাসা ইত্যাদি ভাল কাজে সাহায্য করার আবেদন করা হয় তবে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বলে "এখন হাত খালি পরে আসুন" কিন্তু যখন তাদের রোগ বালাই, ঋণগ্রস্থতা, ব্যবসায় লোকসান এবং কারখানায় আগুন লাগার ন্যায় বিপদ অবতীর্ণ হয় তবে সেই সময় দরিদ্রদের সহানুভূতি, তাদের সাহায্য, মসজিদ ও মাদরাসা ইত্যাদির নির্মাণ এবং দান ও সদকা করার মনোভাব সৃষ্টি হয়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে গভীর মনোযোগের একটি বিষয় রয়েছে, আর তা হলো যদি আমরা এমন কোন মুসলমান সম্পর্কে জানি যে, যাকে অনেক দিন থেকে রোগ বালাই ঘিরে রেখেছে, অনেক বছর থেকেই ঋণের বোঝার নিচে ডুবে আছে, প্রায় সময় ব্যবসায় লাগাতার ক্ষতিই হচ্ছে, কারখানা, দোকান বা ঘরে কোন কারণে আগুন লাগার কারণে লাখো বা কোটি টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে, এমনকি তার প্রাণ নাশের ক্ষতিও হয়েছে ইত্যাদি। এবার হতে পারে শয়তান কুমন্ত্রণা দেবে এবং তার সম্পর্কে কুধারণা আমাদের অন্তরে স্থান করে নিতে চেষ্টা করবে যে, অমুকের যে ক্ষতি হচ্ছে, তা এই জন্যই যে, সে কৃপণ ছিলো, দান সদকা করতো না, **আল্লাহ্ তাআলা**র পথে সম্পদ খরচ করতে তার অন্তর কাঁপতো, বরং সে তো পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য পালিয়ে বেড়াতো। মনে রাখবেন! এই পরিস্থিতিতে আমাদের

www.dawateislami.net

শয়তানের সাথে সাথে হ্যাঁ বলবেন না। কেননা, আমাদের নিকট এমন কোন যন্ত্র নেই যার মাধ্যমে আমরা কোন মুসলমান সম্পর্কে যাচাই করতে পারি যে, কৃপনতার কারণেই অসুস্থতায় ভূগছে, দান সদকা না করার কারণেই অমুক বিপদের লিপ্ত হয়েছে, আমাদের প্রত্যেক মুসলমানের সম্পর্কে ভাল ধারনা রাখতে হবে, আমরা জানি না যে, **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে কার কিরূপ মর্যাদা রয়েছে? সেই দয়াময় মালিক **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে কার দান ও সদকা গ্রহণ যোগ্য? **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরকে প্রত্যেক মুসলমানের সম্মানের নিরাপত্তা প্রদান নসীব করুক এবং সুধারনার অশেষ দৌলত দ্বারা ধন্য করুক। اٰمِين

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অভিশপ্ত শয়তান মানুষকে সম্পদ কমে যাওয়ার ভয় দেখিয়ে নেক কাজে ব্যয় করা থেকে বিরত রাখে। আমাদের কোন বিপদাপদ আসার পূর্বেই বা কোন মুসিবতে লিপ্ত হওয়ার পূর্বেই দান ও সদকা করতে থাকা উচিৎ, যেন আগমনকারী বিপদ থেকে নিরাপত্তা লাভ করতে পারি।

আসুন! এসম্পর্কে দু'টি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবন করি:

একটি গ্রাসের বরকতে শিশুর প্রাণ বেঁচে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা ইকরামা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন: "হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত; **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এক মহিলার মুখে (দেওয়ার জন্য) একটি গ্রাস ছিলো, এমন সময় ভিক্ষুক এসে কিছু চাইলো, সে সেই গ্রাস ভিক্ষুককে খাইয়ে দিলো। কিছুদিন পর সে একটি সন্তানের জন্ম দিলো, যখন সে কিছুটা বড় হলো তখন তাকে নেকড়ে নিয়ে গেলো, সেই মহিলা নেকড়ের পেছনে পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে চিৎকার করতে লাগলো "আমার সন্তান, আমার সন্তান" বলে, **আল্লাহ্ তাআলা** একজন ফিরিশতাকে আদেশ দিলেন যে, নেকড়ের পেছনে যাও এবং ঐ শিশুটিকে ছিনিয়ে নাও (এবং তার মাকে সমর্পন করে দাও) আর তার মাকে বলো যে, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমার প্রতি সালাম প্রেরণ করেছেন এবং ইরশাদ করেছেন যে, এই (সন্তান ফিরে) পাওয়া সেই গ্রাসের প্রতিদান স্বরূপ।" **(আল মাজালিসাতু ওয়াজ ওয়াহারুল ইলম, আল জুযউস সাদিস ওয়া ইশরুন, হাদীস নং-৩৬২২, ৩/২৭৭)**

www.dawateislami.net

একটি রুটিই ধ্বংস থেকে বাঁচিয়ে নিলো

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:"তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিলো, যে প্রত্যেকবারই পাখির বাসা থেকে বাচ্চা নিয়ে নিতো। পাখিটি তার বিরুদ্ধে **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট অভিযোগ করলে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: "যদি সে এইরূপ করতেই থাকে তবে ধ্বংস হয়ে যাবে।" যখন সেই বছর ঐ ব্যক্তি ঘর থেকে সিড়ি নিয়ে পাখির বাচ্চা ধরার জন্য যাত্রা করলো তখন পথেই একজন ভিক্ষুক পেল, সে তার পাথেয় (খাবার) থেকে একটি রুটি তাকে দিয়ে দিলো, অতঃপর গাছের উপর চড়লো এবং বাচ্চা ধরে নিলো। তার পিতামাতা এই দৃশ্য দেখে **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে আরয করলো: **"হে আল্লাহ্**! তুমি আমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলে যে, এইবার সে ধ্বংস হয়ে যাবে কিন্তু সে তো সুস্থ সবল ফিরে যাচ্ছে?" **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করলেন: "তোমরা কি জানো না যে, যেই ব্যক্তি যেদিন কোন সদকা করবে, আমি তাকে ধ্বংস করবো না এবং না সেই দিন তার প্রতি কোন অমঙ্গল পৌঁছবে।"

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুয যাকাত, কিসমুল আকওয়াল, হাদীস নং-১৬১১২, ৬/১৫৯)

ইয়া নবী তেরী দোহাই আ'ফতোঁ মে ঘির গিয়া,
রূখ বদল দেয় মুশকিলোঁ কা অউর বালায়ে মুঝ সে ফের। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৩৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

সদকা দেয়ার উপকারীতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! এই ঘটনা দুটিতে সদকার কিরূপ বরকত প্রকাশিত হয়েছে, প্রথম ঘটনায় একজন মহিলার এক গ্রাস সদকা করার এই বরকত অর্জিত হলো যে, ফিরিশতা নেকড়ের মুখ থেকে তার সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে সেই মহিলাকে ফিরিয়ে দিলো এবং এভাবে শিশুটির প্রাণ বেঁচে গেলো, দ্বিতীয় ঘটনায় পাখির বাসা থেকে বাচ্চা বের করে নেয়া ব্যক্তির ধ্বংস হওয়া থেকে এই কারণেই বেঁচে গেলো যে, পথে সেও একটি রুটি সদকা করেছিলো এবং সদকার বরকতে সেও প্রাণে বেঁচে গেলো।

www.dawateislami.net

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সদকার দেয়ার উপকারীতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: সদকা দেয়াতে বয়স বৃদ্ধি পায়, রিযিকে প্রশস্ততা, সম্পদে আধিক্য হয়, এর অভ্যাসে কখনো মুখাপেক্ষী হবে না, কল্যাণ ও বরকত পাবে, বিপদাপদ দূর হয়, মন্দ বিচারক দূর হবে, অমঙ্গলের সত্তরটি দরজা বন্ধ হবে, সত্তর প্রকারের বিপদ দূর হবে, তার শহর আবাদ হবে, সহায়হীনতা দূর হবে, ভয়ের আশঙ্কা দূর হবে এবং মনে সন্তোষ নসীব হবে, **আল্লাহ্ তাআলা**র সাহায্য লাভ হবে, **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমত তার জন্য ওয়াজিব হবে, ফিরিশতারা তার প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে, **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টিমুলক কাজ করবে, **আল্লাহ্ তাআলা**র গযব তার উপর থেকে দূরীভূত হবে, তার গুনাহ ক্ষমা হবে, মাগফিরাত তার জন্য ওয়াজিব হবে, তার গুনাহের আগুন নিবে যাবে, আহলে দ্বীনের খেদমতে সদকার চেয়ে বড় সাওয়াব পাবে, গোলাম আযাদ করার চেয়ে বেশি প্রতিদান পাবে, তার বিগড়ে যাওয়া কাজ সঠিক হবে, পরস্পর ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে, যারা অনুস্বরন করে এবং পেছনে পেছনে চলে, সামান্য ব্যয়ে অনেকের পেট ভরে যাবে কেননা একা খেলে বেশি খাওয়া হয়, **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, **মাওলা তাবারাকা ওয়া তাআলা** ফিরিশতাদের মাঝে তাকে নিয়ে গর্ব করবেন, কিয়ামতের দিন দোযখ থেকে নিরাপদ থাকবে, দোযখের আগুন তার উপর হারাম হবে, আখিরাতে **আল্লাহ্ তাআলা**র দয়ায় ঐশয্যশালী হবে, **আল্লাহ্ তাআলা** চাইলে সেই মোবারক দলের সাথে থাকবে, যারা **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র নালাইনের সদকায় সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/১৫২,১৫৩)

বিলা হিসাব হো জান্নাত মে দাখেলা ইয়া রব!
পড়োসী খুলদ মে সরওয়ার কা হো আতা ইয়া রব! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

"চৌক দরস"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের মাঝে অভাবীর অভাবের অনুভূতি সৃষ্টি করতে, তাদের দুঃখ কষ্টে সাহায্য করতে, দ্বীনি কাজে মন খুলে খরচ করার প্রেরণা বাড়াতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং ১২টি

www.dawateislami.net

মাদানী কাজে আমলীভাবে অংশগ্রহণ করে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোকারী হয়ে যান। ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে প্রতিদিনের একটি মাদানী কাজ হচ্ছে **"চৌক দরস"**। যার উদ্দেশ্য মুসলমানের মাঝে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করা। **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের নেকীর দাওয়াত দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করা সদকা স্বরূপ এবং তোমাদের রাস্তা থেকে ময়লা সরিয়ে দেয়া সদকা এবং তোমাদের নামাযের জন্য পথচলার প্রতিটি কদম সদকা স্বরূপ।

(আত তারগীব ওয়াত তারগীব, কিতাবুল আদব, বাবু ফি আমাতাল আ'যী আনিত তারীক, ৩/৪৬৬, হাদীস নং-৪৫৬১)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সৌভাগ্যবান ঐ সকল ইসলামী ভাইয়েরা যে, যারা **ফয়যানে সুন্নাত** থেকে প্রতিদিন চৌক দরস দিয়ে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগায়, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে তারা সদকার সাওয়াব পাবে। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে চৌক দরসের একটি ঈমান তাজাকারী মাদানী বাহার শ্রবণ করি:

মৃত্যুর পূর্বে তাওবা নসীব হয়ে গেলো

বাবুল মদীনা (করাচী) এর স্থানীয় এক ইসলামী ভাইয়ের কিছুটা এরূপ বর্ণনা যে, আমাদের এলাকার জামে মসজিদের বাইরে ইশার নামাযের পর চৌক দরস হতো, যাতে অনেক ইসলামী ভাই অংশ গ্রহণ করতো, একদিন প্রতিদিনের মতো মুবাল্লিগ ইসলামী ভাই তাশরীফ নিয়ে আসলো, আশেপাশের লোকদের দরসে অংশগ্রহনের দাওয়াত দিলো, এক ইসলামী ভাই একটু এগিয়ে গিয়ে নিকটের রিক্সা স্ট্যান্ডে গিয়ে চৌকিদার রাজু ভাইকেও দরসে অংশগ্রহনের দাওয়াত দিলো।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ "রাজু ভাই" দাওয়াত গ্রহণ করে **ফয়যানে সুন্নাতের** দরসে অংশগ্রহণ করলো। দরসের পর **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মুবাল্লিগ আবেগময় দোয়া করার পূর্বে দরস শ্রবনকারীদের পূর্বের গুনাহ থেকে তাওবা করালেন এবং দোয়ার মাঝে উপস্থিতদের বিনা হিসেবে ক্ষমা করে দেয়ার জন্য দোয়াও করলেন, যাতে সবাই উচ্চ আওয়াজে আমীন বললো। দোয়ার শেষে দরস শ্রবনকারীরা উচ্চ আওয়াজে দরূদ শরীফ পাঠ করলো, রাজু ভাই দরূদ শরীফ পাঠ করে আঙ্গুলে চুমু খেয়ে চোখে লাগালেন, উচ্চ আওয়াজে কলেমা তৈয়্যবা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ الله পাঠ করলো এবং অসহায়ের মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। একজন ইসলামী ভাই

www.dawateislami.net

অগ্রসর হয়ে যখন তাকে উঠাতে গেলেন, তখন দেখা গেলো সে নিজ সৃষ্টিকর্তার সাথে মিলিত হয়ে গেছে। **আল্লাহ্ তাআলা** শান দেখুন যে, রাজু ভাইয়ের চৌক দরস এর বরকতে মৃত্যুর পূর্বে তাওবা নসীব হয়ে গেলো।

হে তামান্নায়ে আত্তার ইয়া রব! উন কে জলওয়োঁ মে ইয়োঁ মউত আয়ে,
ঝুম কর যব গিরে মেরা লাশা থাম লেঁ বড় কে শাহে মদীনা। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৮৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনেকের এরূপ অভ্যাস যে, দারিদ্রতার বাহানা করে দান ও সদকার বিষয়ে অলসতা ও কৃপনতা অবলম্বন করে এবং অবস্থা জিজ্ঞাসা করাতে অভিযোগের বন্যা বইয়ে দেয়। এটি এমন এক ভয়ঙ্কর অমঙ্গল যে, যার নিন্দায় কোরআনে করীমেও বর্ণনা করা হয়েছে, যেমনটি পারা ২৬ সূরা মুহাম্মদ এর ৩৮ নং আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِۚ فَمِنْكُمْ مَّنْ یَّبْخَلُۚ وَ مَنْ یَّبْخَلْ فَاِنَّمَا یَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖؕ وَ اللّٰهُ الْغَنِیُّ وَ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُۚ وَ اِنْ تَتَوَلَّوْا یَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَیْرَكُمْۙ ثُمَّ لَا یَكُوْنُوْۤا اَمْثَالَكُمْ۠(۳۸)

(পারা ২৬, সূরা মুহাম্মদ, আয়াত ৩৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হাঁ, হাঁ, এই যে তোমরা! তোমাদেরকে আহ্বান করা হচ্ছে এজন্য যে, তোমরা **আল্লাহ্**র পথে ব্যয় করবে। তখন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ কার্পণ্য করে এবং যে কেউ কার্পণ্য করে, তবে সে নিজের আত্মার উপরই কার্পণ্য করে এবং **আল্লাহ্** অভাবমুক্ত আর তোমরা সবাই মুখাপেক্ষী। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের ব্যতীত অন্য লোকদেরকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন। অতঃপর তারা তোমাদের মতো হবে না।

প্রসিদ্ধ মুফাসসীরে কোরআন, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: কৃপন এর অর্থ হচ্ছে প্রতিরোধ করা, পারিভাষিক অর্থ হলো যে, সেখান (খরচ করা) থেকে সম্পদ ইত্যাদিকে প্রতিরোধ করা, যেখান থেকে (প্রতিরোধ করা) উচিত নয়, হক আদায় না করাও কৃপনতা, হোক তা মানুষের হক বা শরীয়াতের অথবা **আল্লাহ্ তাআলা**র, সুতরাং যারা যাকাত দেয় না, যে নিজের

www.dawateislami.net

অভাবী পিতামাতা, সন্তান সন্ততি, নিকটাত্মিয়দের প্রতি ব্যয় করে না এবং নিজের জন্যও ব্যয় করে না, সে কৃপন, এমনিভাবে প্রয়োজনের সময় মুসলমানদের জন্য ব্যয় না করাও কৃপনতা। (তাফসীরে নঈমী, ৪/৩৭৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যাকাত এবং দান অনুদান আর্থিক ইবাদতে মধ্যেই অন্তর্ভূক্ত এবং এই ইবাদতের তৌফিক **আল্লাহ্ তাআলা**র সেই সব লোকদের দিয়ে থাকেন, যাদের অন্তরে গরীব মিসকিনদের অভাব পূরনের প্রেরণা হয়ে থাকে। যে ব্যক্তিরা নিজের যাকাত ইত্যাদি আদায় করে না, তারা নিজেদের পেট ভরতে এবং ব্যাংক ব্যালেন্স বানাতে চিন্তাগ্রস্থ থাকে, সম্ভবত তারা এরূপ মনে করে যে, যেভাবে তাদের নিজের পেট ভরা, তেমনি অন্যের পেটও ভরা হবে। কৃপনতা কিরূপ ভয়ঙ্কর রোগ, আসুন! এ সম্পর্কে **মাদানী আক্বা, প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শ্রবণ করি এবং শিক্ষা গ্রহণ করি:

১. ইরশাদ হচ্ছে: কৃপনতা জাহান্নামের একটি বৃক্ষ, যে কৃপন সে এর ডাল ধরে নিয়েছে, সেই ডাল তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো ছাড়া ছাড়বে না।
(শুয়াবুল ঈমান,, ৭/৪৩৫, হাদীস নং-১০৮৭৭)

২. ইরশাদ হচ্ছে: ধনীরা কৃপনতার কারণে বিনা হিসেবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।
(ফিরদাউসুল আখবার, বাবুস সীন, ১/৪৪৪, হাদীস নং-৩৩০৯)

৩. ইরশাদ হচ্ছে: প্রতিদিন যখন বান্দা সকালে উঠে, তখন দু'জন ফিরিশতা অবতীর্ণ হয়, তাদের মধ্যে একজন ফিরিশতা বলেন: হে **আল্লাহ্**! (আপনার পথে) ব্যয়কারীদের এর প্রতিদান দান করো এবং অপরজন বলেন: হে **আল্লাহ্**! কৃপনতাকারীর সম্পদ ধ্বংস করে দাও। (বুখারী, কিতাবুয যাকাত, ১/৪৮৫, হাদীস নং-১৪৪২)

দৌলতে দুনিয়া সে বে রগবত মুঝে কর দিজিয়ে,
মেরি হা'জত সে মুঝে যায়িদ না কর মালদার। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২১৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! কৃপন ব্যক্তি কত বড় দূর্ভাগা হয় যে, কৃপনতা প্রদর্শন করে নিজেকে জাহান্নামের অধিকারী বানিয়ে নেয় এবং নিস্পাপ ফিরিশতাদের ধ্বংসের দোয়ায় তাদের সম্পদ নষ্ট হয়ে যায়, সুতরাং

www.dawateislami.net

নিরাপত্তা এতেই যে, বিজ্ঞতা প্রদর্শন করে সম্পদের হক আদায় করা এবং মন খুলে দান ও সদকা করা অভ্যাস গড়া। কেননা, যদি আমরা সম্পদের হক আদায় না করি তবে মনে রাখবেন! এই সম্পদই যা আমরা খুবই ভালবেসে জমা করে রেখেছি, কাল আমাদের অপমান ও অপদস্ততার গভীর গর্তে নিক্ষেপ করতে পারে। আসুন! দান ও সদকা দেয়ার ব্যাপারে একটি শিক্ষণীয় ঘটনা শ্রবন করি:

ভিক্ষুককে তিরস্কার করাতে নিজেও ভিক্ষুক হয়ে গেলো

একজন বিপদগ্রস্থ ভিক্ষুক একজন ধনীর সামনে নিজের অভাব প্রকাশ করলো, কিন্তু ধনী ব্যক্তিটি ফরিয়াদ শুনার পরিবর্তে উল্টো মুখে কষ্ট দেয়া শুরু করে দিলো এবং তাকে খুবই অপমান করলো। ভিক্ষুকের মন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলো এবং মনক্ষুন্ন হয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো: আপনার রাগ করার কারণ সম্ভবত এটাই যে, আপনার ভিক্ষা করার অপমানের অনুভূতি নেই বলে। এই বাক্যটি শুনে ধনী ব্যক্তিটির রাগে এসে গেলো এবং ভিক্ষুককে গোলামকে দিয়ে ধাক্কা দিয়ে বাইরে বের করে দিলো। সম্মান ও অপমান দেয়ার মালিক ও মাওলা **আল্লাহ্ তাআলা** এমনই করলো যে, সেই গর্বকারী ধনী কিছু দিনের মধ্যেই নিঃস্ব হয়ে গেলো। বন্ধু, আত্মীয় এবং গোলাম ও খাদিম সবাই ছেড়ে চলে গেলো এবং এই ব্যক্তি পথে বসে গেলো। যেই গোলাম ভিক্ষুককে নিজ মুনিবের আদেশে ধাক্কা দিয়ে বের করেছিলো, তাকে এক নতুন ধনী মুনিব ক্রয় করে নিলো। সেই মুনিব অনেক কোমল হৃদয়, পরিয়াদ শ্রবণকারী এবং দয়াময় ছিলো, গরীব, ভিখারীদের সাহায্য করার চেয়ে বেশি অন্য আর কোন কিছুতে খুশি হতো না। এই কারণেই তার দরজায় সবসময় ভিক্ষুকদের ভীড় লেগে থাকতো। এক রাতে কোন ভিখারী তার দরজায় কিছু চাইলো, গোলামটি ভিক্ষুককে সাহায্য করার নিয়্যতে যখনই দরজা খুললো, তার চিৎকার বের হয়ে গেলো। কেননা, সামনে বিদ্যমান ভিক্ষুকটি আর কেউ নয়, তার পুরোনো মুনিবই ছিলো, নিজের পুরোনো মুনিবের এই অবস্থা দেখে গোলামের চোখে অশ্রু চলে আসলো এবং সে তাকে সাহায্য করে নিজের বর্তমান মুনিবে নিকট চলো এলো। মুনিব যখন গোলামকে উদাসী দেখে জিজ্ঞাসা করলো: তোমাকে কি কেউ কোন কষ্ট দিয়েছে? এ কথা শুনে গোলাম তার পুরোনো মুনিবের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত

www.dawateislami.net

করলো, সম্পূর্ণ কাহিনী শুনার পর মুনিব বললো: আমিই সেই ভিক্ষুক, যাকে সে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছিলো এবং আজ দেখো, সময় কিভাবে পরিবর্তন হয়ে গেলো যে, কুদরত তাকে আমারই দরজায় ভিক্ষা করার জন্য এনে দাঁড় করিয়ে দিলো। (اَلْاَمَانُ وَالْحَفِيْظ) (বুস্তানে স'দী, বাবু দোম দর এহসান, ৮০ পৃষ্ঠা)

তুমহে মা'লুম কিয়া ভাই! খোদা কা কোন হে মকবুল,
কিসি মু'মিন কো মত দেখো কভি ভি তুম হেকারত সে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪০৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! **রাব্বুল আলামিন আল্লাহ্ তাআলা** কৃপনতা প্রদর্শনকারী এবং অভাবী মানুষের সাথে অনুচিত ব্যবহারকারী ধনীকে সেই ভিক্ষুকের দরজার ভিখারী বানিয়ে দিলেন যে, যাকে সে তিরস্কার করে বের করে দিয়েছিলো। যদি কখনো অভাবী মুসলমান আমাদের নিকট ফরিয়াদ করে তবে আমাদের উচিৎ যে, আমরা যেন নিজের সাধ্য মতো আনন্দচিত্তে তাকে সাহায্য করা, তবে হ্যাঁ! সাহায্য করার ক্ষমতা না থাকে তবে নিরবতা অবলম্বন করা বা খুবই নম্রভাবে ক্ষমা চেয়ে নেয়া, এতে তাকে অযথা কথা শুনানো, মিথ্যা বলা বা ধমক দিয়ে তার মনে কষ্ট দেয়া জায়িয নাই। যে লোকেরা এরূপ করে এবং নিজ সম্পদ ও সমৃদ্ধিতে গর্ব করে অভাবীদের মনে কষ্ট দেয়, তাদের **আল্লাহ্ তাআলা**র গোপন ব্যবস্থাপনার প্রতি ভয় করা উচিৎ। কেননা, সময় একই রকম থাকে না, যদি আজ সে অভাবী আর আমরা সমৃদ্ধশালী হই তবে হতে পারে কিছু দিন পর সে সমৃদ্ধশালী হয়ে যাবে এবং আমরা তার অবস্থায় চলে যাবো। যাই হোক আমাদের ভবিষ্যতে আসা সম্ভাব্য বিপদাপদ থেকে মুক্তির কাজ করতে হবে, তবে আমাদের উচিৎ যে, আমরা সম্পদের প্রতি মন না লাগানো এবং অভাবীদের মনে কষ্ট দেয়ার পরিবর্তে তাদের প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শন করা এবং যতটুকু সম্ভব হয় তাদের অভাব পূরণ করা, সময়ে সময়ে নেক কাজে ব্যয় করা।

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামী বিভাগ সমূহের পরিচিতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এই মুহূর্তে **দা'ওয়াতে ইসলামী** বিশ্বের প্রায় ২০০টি দেশে এবং প্রায় ১০৩টি বিভাগে সুন্নাতের খেদমত করে যাচ্ছে, যার মধ্যে মসজিদ নির্মাণের জন্য **খোদ্দামুল মাসাজিদ**, মাদানী মুন্না এবং মাদানী মুন্নিদের হিফয ও নাযেরা শিক্ষার জন্য **মাদরাসাতুল মদীনা**, বড় ইসলামী ভাইদের কোরআন শিক্ষার জন্য **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদারাসাতুল মদীনা**, দ্বীনি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার জন্য **দারুল মদীনা**, শরয়ী পথ নির্দেশনার জন্য **দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত**, ওলামা তৈরী করার জন্য **জামেয়াতুল মদীনা**, শিক্ষিতদের জন্য **মুফতী কোর্স**, নিত্য নতুন মাসআলা সমাধানের জন্য **তাহকিকাতে শরীয়া**, আলা হযরতের বার্তাকে প্রসার করতে এবং সংশোধন মূলক কিতাব সহজলভ্য করার জন্য **আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ**, আশিকানে রাসূল লেখকদের রচনা ও সংকলনকে শরয়ী ভূল ভ্রান্তি থেকে নিরাপদ রাখতে **কিতাব ও রিসালা পরীক্ষণ মজলিশ**, রূহানী চিকিৎসার জন্য **মজলিশে মাকতুবাত ও তাবিযাতে আত্তারীয়া**, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে নেকীর দাওয়াতকে বিশ্বের আনাচে কানাচে পৌঁছে দিতে **মাদানী চ্যানেল**, ইসলামী বোনদের জন্য তাদের **সাপ্তাহিক ইজতিমা এবং অন্যান্য কাজ**, মুসলমানদের মাঝে আমলে প্রেরণা জোগাতে প্রশ্নোত্তর আকারে **মাদানী ইনআমাত** এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা কারার জন্য বিশ্বের অনেক দেশে **মাদানী কাফেলা** ও **সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা** এবং **মাদানী মুযাকারা**র ব্যবস্থা করা হয়। স্কুল, কলেজ এবং ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের জন্য, বোবা, বধির, অন্ধ ইসলামী ভাইদের জন্যও মজলিশ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং এই সকল বিভাগের কার্মকান্ডের প্রতি লক্ষ্য রাখতে এবং দুনিয়া জুড়ে পুরো ব্যবস্থাপনাকে উত্তম পদ্ধতিতে চালনা করতে **মারকাযি মজলিশে শুরা** প্রবর্তন করা হয়েছে, সুতরাং আপনার দান, সদকা ও অন্যান্য নফলী অনুদান **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে দিয়ে নেকীর কাজে অগ্রনী ভূমিকা রাখুন এবং নিজের আখিরাতের জন্য নেকীর ভান্ডার গড়ে তুলুন।

আল্লাহ্‌র দয়া এমন হয় যেন এই ধরাতে, হে দা'ওয়াতে ইসলামী তোমার সাড়া পড়ে যাক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শাবানুল মুয়াযযমের প্রথম তারিখ মুহাদ্দীসে আযম পাকিস্তান হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সরদার আহমদ চিশতী কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ওরশ পালন করা হয়। আসুন! এপ্রসঙ্গে মুহাদ্দীসে আযম পাকিস্তান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মোবারক চরিত্রের কিছু ঝলক লক্ষ্য করুন।

মুহাদ্দীসে আযম পাকিস্তানের জীবনী

মুহাদ্দীসে আযম পাকিস্তান হযরত মাওলানা সরদার আহমদ চিশতী কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ পূর্ব পাঞ্জাবে (ভারত) **১৩২১** হিজরী অনুযায়ী **১৯০৩** ইংরেজীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি পহেলা শাবান **১৩৮২** হিজরী অনুযায়ী **২৯** ডিসেম্বর **১৯৬২** ইংরেজীতে পরলোক গমন করেন। তাঁর পিতাকে এলাকার প্রসিদ্ধ ও সম্মানিত ব্যক্তিত্বে মাঝে গন্য করা হতো, তাঁর মহত্ব ও পুন্যাত্মায় তাঁরই পিতার দোয়াও রয়েছে, তাঁর পিতা প্রায়ই বলতো যে, আমার এই প্রিয় ছেলেটি মহান এক ব্যক্তিত্বের মালিক হবে।

মুহাদ্দীসে আযম পাকিস্তান হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সরদার আহমদ চিশতী কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বাল্যকালে সাধারণ শিশুদের চেয়ে আলাদা ছিলেন, তিনি বাল্যকাল থেকেই দ্বীনি বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। তিনি যখন হাটাচলা করার উপযুক্ত হলেন তখন তাঁর পিতার সাথে মসজিদে নামায পড়তে চলে যেতেন। যিকির আযকার এবং নাতের প্রতি এমন আগ্রহী ছিলেন যে, সাধারনত চলতে ফিরতে নাত পাঠ করতেন এবং **আল্লাহ্ তাআলার** যিকির করতেন। শ্রবনকারীরা আশ্চার্য হয়ে যেতো যে, এই বয়সে এমন আগ্রহ! **(হায়াতে মুহাদ্দীসে আযম, ৩০ পৃষ্ঠা)**

ইবাদত মে, রিয়াযত মে, তিলাওয়াত মে লাগা দেয় দিল,
রজব কা ওয়াস্তা দেতা হোঁ ফরমাঁ দেয় করম মওলা! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৮ পৃষ্ঠা)

মুহাদ্দীসে আযম পাকিস্তান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মোবারক জীবনের আলোকিত দিক সমূহ থেকে আরো বরকত অর্জনের জন্য মাকাতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত রিসালা **"ফয়যানে মুহাদ্দীসে আযম পাকিস্তান"** এর অধ্যয়ন করুন। এমনিভাবে শাবানুল মুয়াযযম মাসের ২য় তারিখে কোটি কোটি হানাফিদের মহান ইমাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আযম আবু হানিফা নোমান বিন সাবিত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ওরশ

www.dawateislami.net

শরীফও উদযাপন করা হয়ে থাকে। আসুন! তাঁরও মোবারক জীবনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি।

ইমাম আযমের জীবনী

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কাপড়ের ব্যবসা করতেন এবং ব্যবসায় সততা এবং মুসলমানদের কল্যাণের দিকে গভীরভাবে লক্ষ্য রাখতেন, তাঁর নাম ছিলো নোমান, তিনি ৭০ হিজরীতে ইরাকের শহর কুফায় জন্ম গ্রহণ করেন, ৮০ বৎসর বয়সে শাবানুল মুয়াযযমের ২য় তারিখে ১৫০ হিজরী সনে পরলোক গমন করেন, তিনি চারজন ইমামের মধ্যে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। কেননা, তিনি ছিলেন তাবেয়ী।

হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ রমযানুল মোবারক ও ঈদুল ফিতরে ৬২বার কোরআন খতম করতেন (একটি দিনে, একটি রাতে, একটি তারাবীতে পুরো মাসে এবং একবার ঈদের দিন) তিনি দানশীল, জ্ঞান প্রসারকারী, খোদাভীরু, বান্দার হকের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দানকারী, ক্ষমা ও মার্জনার মাধ্যমে কাজ আদায়কারী এবং অহেতুক কথোপকথন থেকে বাঁচা আর তাকওয়া ও পরহেযগারীর ন্যায় গুনাবলীর অধিকারী ছিলেন।

না কিউঁ করে নায আহলে সুন্নাত, কেহ তুম সে চমকা নসীবে উম্মত,
সীরাজে উম্মত মিলা জু তুম সা, ইমামে আযম আবু হানিফা।
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৮৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর জীবনী ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"অশ্রুর বারিধারা"** মাকতাবাতুল মদীনা থেকে সংগ্রহ করে শুধু নিজে অধ্যয়ন করবেন না বরং শাবানুল মুয়াযযমে ইমাম আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইছালে সাওয়াবের জন্য অপর ইসলামী ভাইদেরকেও উপহার স্বরূপ পেশ করুন। اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ জ্ঞানের ভান্ডার অর্জিত হবে।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আজকের বয়ানে আমরা শুনলাম যে, বিভিন্ন আমলের বরকতে বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা লাভ হয়: ❁ সদকা গুনাহের সত্তরটি দরজা বন্ধ করে দেয়। ❁ সদকা **আল্লাহ্ তাআলার** গযবকে নিভিয়ে দেয়। ❁ সদকা মন্দ মৃত্যু থেকে বাঁচায়। ❁ সদকা বালা মুসিবত থেকে নিরাপদ থাকার উপায়। ❁ সদকা বয়সকে বৃদ্ধি করে। ❁ সদকা দূর্ঘটনা এবং রোগ বালাইকে আটকে রাখে। ❁ সদকা জান্নাতে প্রবেশ করার মাধ্যম। ❁ যাকাত ও সদকা না দেয়া ব্যক্তিদের প্রতি **আল্লাহ্ তাআলা** অসন্তুষ্ট হয়। ❁ ফিরিশতাদের বদ দোয়ার কারণে সম্পদ নষ্ট হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে বেশি বেশি দান সদকা করার প্রেরণ াদান করুক এবং সকল বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" **(মিশকাতুল মাসাবীহ, ২/৫৫, হাদীস-১৭৫)**

সুন্নাতে আ'ম করেঁ দ্বীন কা হাম কাম করেঁ
নেক হো জায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সফরের সুন্নাত ও আদব

আসুন! সফরের সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি: ❀ সম্ভব হলে বৃহস্পতিবার সফর শুরু করুন কেননা বৃহস্পতিবার সফরের শুরু করা সুন্নাত। **(আশ'আতুল লুম'আত, ৫/১৬১)** ❀ যদি সম্ভব হয় রাতের বেলায় সফর করুন। কেননা রাতের সফর তাড়াতাড়ি শেষ হয়। ❀ যদি কিছু ইসলামী ভাই মিলে কাফেলার আকারে সফর করে তখন কোন একজনকে আমীর বানিয়ে নিন। ❀ সফরে বের হওয়ার সময় আত্মীয় ও বন্ধু

www.dawateislami.net

বান্ধবের সাথে দেখা করুন আর নিজের ভুল ভ্রান্তি ক্ষমা করিয়ে নিন এবং যার কাছ থেকে ক্ষমা চাওয়া হয় তার উচিত যেন অন্তর থেকে ক্ষমা দেয়া। (বাহারে শরীয়াত, ৬ষ্ঠ অংশ, ১/১০৫৬) ❀ যখনই আমরা সফরে যাত্রা করি তখন আমাদের পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ **আল্লাহ্**র দরবারে সোপর্দ করা উচিত। **আল্লাহ্ তাআলাই** সবচেয়ে উত্তম হেফাজতকারী। ❀ ট্রেন বা বাস ইত্যাদিতে بِسْمِ اللّٰهِ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، سُبْحٰنَ اللّٰهِ এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ প্রত্যেকটি তাসবীহ ৩বার করে আর لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه একবার পড়ুন অতঃপর বলুন: سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ ۙ﴿۱۳﴾ وَ اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ﴿۱۴﴾ (পারা ২৫, সূরা যুখরুফ, আয়াত ১৩ ও ১৪) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** "পবিত্রতা তাঁরই যিনি এই যানবাহনকে আমাদের বশীভুত করে দিয়েছেন; অথচ সেটা আমাদের বশীভূত হবার ছিল না; এবং নিশ্চয় আমাদেরকে আপন প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।" (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০/৭২৮) ❀ সফর থেকে ফিরে আসার সময় পরিবারের জন্য কোন না কোন উপহার নিয়ে আসুন। কেননা এটা সুন্নাতে মোবারাকা। **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন সফর থেকে কেউ ফিরে আসে তখন যেন পরিবারের জন্য কিছু না কিছু উপহার নিয়ে আসে। যদিওবা নিজের থলেতে পাথর ভর্তি করে নিয়ে আসে।" (কানযুল উম্মাল, ৬/৩০১, হাদীস নং-১৭৫০২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

ইলম হাসিল করো, জাহিল যায়িল করো, পাও গে রাহাতে, কাফেলে মে চলো।
সুন্নাতে সিখনে, তিন দিন কে লিয়ে, হার মাহিনে চলেঁ, কাফেলে মে চলো।
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৬৯-৬৭০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ

الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। "

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তাআলা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

www.dawateislami.net